মঙ্গলকাব্য

➢নামকরণ

➢মঙ্গলকাব্যের গঠনশৈলী

১। বন্দনাখণ্ড

২। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ

৩। দেবখণ্ড

৪। নরখণ্ড

➢মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য

১। ছন্দ

২। ধুয়া বা ধ্রুবপদ

মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য

- ভণিতা ব্যবহার
- পাঁচালী রীতি
- বারমাস্যা
- নারীদের পতিনিন্দা
- রন্ধন প্রণালী
- চৌতিশা
- অলৌকিকতা

প্রাক চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের মঙ্গলকাব্যের পার্থক্য

প্রাক চৈতন্য	চৈতন্যোত্তর
১। আদিম উগ্রতা, অনমনীয় ও হিংস্র, উগ্র কামনা বাসনার প্রকাশ	১। নমনীয়, কম হিংস্র, কামনা বাসনার আবৃত প্রকাশ
২। পূজা লোলুপতার অশোভন প্রকাশ	২। পূজা লোলুপতার প্রকাশ শোভনতার সঙ্গে
৩। ভাষার মাধুর্যের অভাব	৩। চরিত্ররা বিনয়ী, ভাষা ব্যবহারে মাধুর্য
৪। বৈষ্ণবতার লক্ষণ অনুপস্থিত	৪। বৈষ্ণবতার লক্ষণ উপস্থিত
৫। চৈতন্য বন্দনা নেই	৫। চৈতন্য বন্দনা দেখা যায়